আন্দোলনের প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৬ সংখ্যা — ২৩ (সাপ্তাহিক) • ৭ আগস্ট ২০২০ থেকে ১৩ আগস্ট ২০২০ • ২২ শ্রাবণ ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 16, Volume — 23 (Weekly) • 7 AUGUST, 2020 – 13 AUGUST, 2020 • Friday • Rs. 3.

বাংলা আবার ‘সেরার সেরা’

দেশের মধ্যে ১ নম্বর মুখ্যমন্ত্রীর ‘গ্রিভান্স সেল’

রানার চক্রবর্তী

আবারও সেরার সেরা বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা মাটি মানুষের সরকার আবারও জাতীয় ক্ষেত্রে সব রাজ্য ও প্রশাসনকে পিছনে ফেলে শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিনিয়ে আনল। সাধারণ মানুষের অর্থাৎ নাগরিকদের অভিযোগের নিরসনের প্রকল্প জিতে নিল প্ল্যাটিনাম পদক। মানুষের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে তাদের সমস্যার সমাধান করেই সেরা বাংলা। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নাগরিক কল্যাণে পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। ডিজিট্যাল ভাবে উদ্ভাবনী ক্ষমতার দিকে তো বটেই প্রকল্পের সাফল্যের নিরিখেও মুখ্যমন্ত্রীর দফতরকে এই সম্মান জানালো স্কচ ফাউন্ডেশন। এর আগে একাধিক ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেরার সম্মান এসেছে নবান্নে। এবার এলো লক ডাউন পর্যায়ে। এই প্রকল্পের ভাবনা ও প্রয়োগের ভার নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। ২০১৯ সালে ' ই-সমাধান ' প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ মানুষের হয়রানি কমিয়ে সুষ্ঠু ভাবে তাদের সমস্যা ও অভিযোগের সমাধান। এক বছর পেরোতেই দেখা গেল, ওই সেল চালু হওয়ার পর থেকে জমা পড়েছিল আট লক্ষ ১৬ হাজারের বেশি অভিযোগ। আর এই সময়ে সমাধান করা হয়েছে ৯৫ শতাংশের বেশি অভিযোগ। সরাসরি অফিসে এসে বা ই মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পেরেছেন বা পারছেন নাগরিকরা। অন্য কোনও রাজ্য এমন প্রকল্পের কথা ভাবতেই পারেনি। তাই মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জন অভিযোগের এই অভিনব সিস্টেমের জন্য স্কচ ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। প্রকল্পটির নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকেই। দেশে বিভিন্ন সরকারের কাজের ক্ষেত্রে স্কচ ফাউন্ডেশন এর পুরস্কারের স্বীকৃতির মূল্য রয়েছে। প্রশাসনে কাজে গুরুগ্রামের এই সংস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ। এবারও চার হাজারের বেশি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। সব মিলিয়ে দশটি সিলভার, তিনটি গোল্ড আর একটি প্লাটিনাম পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের অভিনব প্রকল্পের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, কার্যকরী ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সুরাহা পেয়েছেন বহু মানুষ। উল্লেখ্য, যারা মুখ্যমন্ত্রীকে নানা অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন বা মেইল করেছেন, তার অন্তত ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৪ সালে আবগারি দফতরের ই- আবগারি ব্যবস্থা প্ল্যাটিনাম পুরস্কার পেয়েছিল।উল্লেখ্য, স্কচ ফাউন্ডেশন শিল্প বাণিজ্য, প্রশাসনিক বিভাগ ও দফতর, আর্থিক ক্ষেত্র, প্রযুক্তি সংস্থা বা সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রতি বছর সরকারি ছাড়াও বেসরকারি সংস্থাকেও পুরস্কৃত করে। তৃণমূল সরকার এর আগে ই গভর্ন্যান্স, পঞ্চায়েতের কাজে বা প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতায় পুরস্কার পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্ক প্রসূত কন্যাশ্রী, যুবশ্রি তো বটেই, সামাজিক সুরক্ষা যোজনার মতো জন হিতকর প্রকল্প এনেছে সম্মান। মুখ্যমন্ত্রী এবারের সম্মানের পর বাংলার মানুষ এবং সরকারি আধিকারিক কর্মীদের ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত বছর রাজ্যের প্রসূতিদের জন্য মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে র পরিসেবা স্কচ পুরস্কার জিতেছিল। বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের জন্য এর আগে ৩১ টি স্কচ অ্যাওয়ার্ড জিতেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শিশু সুরক্ষা বা শিশু শিক্ষায় উৎকর্ষের প্রকল্পেও সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে বাংলা।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হল ভারতের একমাত্র পরিচয়, বাংলার প্রাণস্পন্দন

সংবিধানের সারসত্য তুলে ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতি আচার্য

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য। এই আমাদের দেশের সভ্যতা। সম্প্রীতির এই সমন্বয় ও পরম্পরা। আর বাংলা হচ্ছে তার প্রাণের স্পন্দন। সংস্কৃতির পীঠস্থান। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিরাচরিত শাশ্বত সেই ঐতিহ্যকে আবার তুলে ধরলেন জননেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, “হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, একে অপরের ভাই—ভাই। আমার ভারত মহান। মহান আমার হিন্দুস্থান। আমাদের দেশ তার চিরায়ত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।”

জননেত্রী সবসময়েই সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলে এসেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে এসেছেন। দেশের প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র তিনি। সারাজীবন তিনি লড়েছেন সাম্প্রদায়িক শক্তির দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে। তারই সুর টেনে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, “আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত রাখব।”

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে যিনি সারাজীবন লড়াই করেছেন, যিনি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় শান্তির পথে থাকতে চেয়েছেন, যিনি সর্বধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলতে চেয়েছেন, তিনিই তো জননেত্রী। তাঁর সেই মানবহিতৈষী রূপের বর্ণনা এ বাংলার মানুষের ভালই জানা।

তিনি যেমন আজানের সুর শুনে মসজিদে যান, দুর্গাপুজোর সময় যান মন্দিরে। শহরে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল করেন। তেমনই বড়দিনে চার্চে যখন মহা সমারোহে যীশুর আগমণ উদযাপন করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী যান তার প্রার্থনাতেও। ঈদেও শুভেচ্ছা জানান। বহু মানুষের সঙ্গে মিলিত হন একাধিক অনুষ্ঠানে। কোথাও সেই মেলামেশায় ফাঁক থাকে না। মানুষকে মানবিকতার আবেগে কাছে টেনে নেন তিনি। সার্বভৌম সম্প্রীতির আবহেই চলে তাঁর মানবতার প্রীতিবন্ধন। আসলে বাংলা হল ধর্মনিরপেক্ষতার পীঠস্থান। সেই পীঠস্থান থেকেই আবার নতুন করে নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখবে মানুষ। নতুন উদার ধর্মনিরপেক্ষ দেশ গঠনের ডাক এই বাংলা থেকেই দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসনেত্রী। ছাত্র—যুব সকলকে নিয়ে গড়ে উঠবে নতুন সেই দেশের পটভূমি।

গত ২১ জুলাই ভার্চুয়াল সভা থেকে সেই ডাকই দিয়েছেন নেত্রী। আরও একবার নিজের বক্তব্যে উদার ধর্মনিরপেক্ষ সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছেন। এমন পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে নীতি আদর্শ নিয়ে প্রথম থেকে লড়াই চালিয়ে এসেছেন তিনি, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সবটা দিয়েই সেই আদর্শের কথা মাথায় রেখে লড়াইটা তিনি চালিয়ে যাবেন। দেশকে তার ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ করেই একতা, সম্প্রীতির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করে যাবেন।

হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, একে অপরের ভাই—ভাই। আমার ভারত মহান। মহান আমার হিন্দুস্থান। আমাদের দেশ তার চিরায়ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

“সে মন্দিরে দেব নাই’ কহে সাধু।

রাজা কহে রোষে,
“দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন-‘পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?’

“শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ’ সাধু কহে,
“আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।’

ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, “বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির অম্বর ভেদিয়া,
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান!’

শান্ত মুখে কহে সাধু, “যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়ে রচি তব স্বর্মদীপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান—
“আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান!” চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুষ্ঠান পালনে নয়,
অন্তরের পবিত্র ও অকপট
ভালবাসার মধ্যেই
ধর্মের উপস্থিতি রয়েছে...
যেখানে অসাধু লোকেরা বাস করেন
সেখানে শত মন্দির থাকলেও
তীর্থ অদৃশ্য

—স্বামী বিবেকানন্দ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্প্রীতির বার্তা

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। এই মন্ত্র নিয়েই আমাদের ভারতবর্ষ। নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধানের ভারতবর্ষ। বহুত্ববাদই ভারতের মূল বৈশিষ্ট্য। এখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। এখানে বহু যুগ ধরে বহু ভাষাভাষীর, বহু সম্প্রদায়ের, বহু ধর্ম বিশ্বাসের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করছে। তাদের মধ্যে মুলগত প্রার্থক্য থাকলেও ভারতবাসী হিসাবে ঐক্যবদ্ধ। এই হল আমাদের সম্প্রীতির ভারতবর্ষ। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "হিন্দু, মুসলিম, শিখ আমরা সবাই ভাই-ভাই। আমার ভারত মহান, মহান আমাদের হিন্দুস্তান। এই দেশ সবসময় প্রাচীন বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে এসেছে। এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা এই সংস্কৃতি সংরক্ষণ করবো।" এক তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে জননেত্রী স্পস্ট করে দিয়েছেন যে স্পষ্ট এই ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এক ধারায় বয়ে না। সম্প্রীতি এবং অখণ্ডতা এই ভারতের মেরুদণ্ড। তাই দেশের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে জোর সওয়াল করে তিনি বলেছেন, এই মহান ভারতে, এই মহান হিনুষ্টানে হিন্দু,মুসলিম,শিখ,খ্রিস্টান। একে অপরে ভাই-ভাই। ভারত বৈচিত্র্যময় দেশ। ধর্ম নিরেপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গোটা বিশ্বে সমাদৃত ভারত । সেই কথা স্মরণ করিয়ে রাজ্যবাসীকে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন জননেত্রী। দেশের সংহতি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জননেত্রী বলেন, "আমাদের দেশ তার চিরায়ত বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, এবং আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত রাখব।" ইতিপূর্বেও জননেত্রী একাধিকবার সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। কয়েকদিন আগে তিনি বলেছেন, "বাংলার বৈশিষ্ট্যই হল যে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।" বস্তুত, ভারতীয় সংবিধান তৈরির সময় বিশিষ্ট সংবিধান প্রণেতারা কোনও ধর্মীয় আঙ্গিকের থেকে ইতিহাস, যুক্তি এবং বাস্তবতাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভারতীয় সংবিধানে, ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনও বিশেষ ধর্মকে ভারতের রাষ্ট্রীয়ধর্ম হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী জাতি, ধর্ম ও ভাষার পার্থক্যের জন্য রাষ্ট্র কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম আচরণ করতে পারবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাভাবিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত ভারতীয় রাষ্ট্র তাঁর সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে এবং এই ছয়টি অধিকারের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার হল অন্যতম।

আমফানে দুর্গত মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ অভাবনীয়

তীর্থ রায়

করোনা মহামারীর মধ্যে আমফান ঝড় বিধ্বস্ত করে দিয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। আমরা সকলেই জানি কী গতিতে আমফান আছড়ে পড়েছিল রাজ্যের উপর। গত আড়াইশো বছরে এমন গতিতে ঝড় রাজ্যে আসেনি। আমফান একাধিক জেলাকে কার্যত ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে আমফানের ক্ষয়-ক্ষতিকে কীভাবে পূরণ করা হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে বাংলা। বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কোভিড মহামারীর মোকাবিলা করে যেভাবে রাজ্য আমফানের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করেছে তা অভাবনীয়। যে ঝড় কয়েক শতকে দেখা যায়নি, যে ঝড়ে ক্ষতির পরিমাণ অপূরণীয়, সেই ঝড়ের ক্ষতে যে এত দ্রুত প্রলেপ দেওয়া সম্ভব হবে তা কল্পনা করা যায় না। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চাইলে যে পৃথিবীর কোনও কাজই অসম্ভব নয় তা দেখিয়ে দিলেন বাংলার জননেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমফান ঝড়ের পূর্বাভাসের সময় থেকেই তাঁর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার কাজে নেমেছিল। প্রলয়ঙ্কর আমফান ঝড়ের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি নবান্নের কন্ট্রোল রুমে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন। ঝড় থামতেই তিনি গোটা রাজ্য প্রশাসন নিয়ে উদ্ধারে নেমে পড়েছেন। করোনা সংক্রমণের আশংকাকে উড়িয়ে দিয়ে তিনি দুর্গত মানুষের পাশে দৌড়ে গিয়েছেন। তিনি চেষ্টা করেছেন, যত দ্রুত সম্ভব দুর্গত মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার।

আমফান ঝড়ের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে রাজ্য ১৪.৮২ লক্ষ মানুষের হাতে ক্ষতিপূরণের অর্থ তুলে দিয়েছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া খুব কৃতিত্বের বিষয়, বিশেষ করে এমন একটি মহামারী পরিস্থিতিতে। করোনা মোকাবিলা করতে গোটা প্রশাসনকে সামিল করতে হয়েছে এই সময়ে। মহামারীকে মোকাবিলা করা এক বিরাট ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমিত হলেও বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনওই মহামারী মোকাবিলায় কোনও খামতি রাখছেন না। কোভিড মোকাবিলায় যখন যা প্রয়োজন হচ্ছে তা রাজ্য সরকার করছে। সমস্ত খরচের দায় নিচ্ছে রাজ্য। সেটা সামলে আমফানের ক্ষতিপূরণের জন্যও এত বরাদ্দ আর কোনও সরকারের পক্ষে সম্ভব হত না। আমফান ঝড়ে যাদের বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের রাজ্য সরকার ২০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। যাদের বাড়ি আংশিক ভেঙেছে তাদের দেওয়া হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা। বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা হবে। সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি সারিয়ে দেওয়া হবে। যাদের বাড়ি-ঘর ভেঙেছে তাদের মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানাতে বলেছিলেন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট ২২ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এই ২২ লক্ষ আবেদনের মধ্যে ১৭.৩০ লক্ষ আবেদন যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এই যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্যে ১৪.৮২ লক্ষ মানুষের হাতে ক্ষতিপূরণের টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে আরও আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। করোনা আবহে যদি কোনও দুর্গত মানুষ আবেদন না করে থাকেন তা হলে তাকে আবেদন করার সুযোগ করে দিয়েছে রাজ্য। কারণ বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বলেছেন, দুর্গত হয়েও ক্ষতিপূরণ পাননি, এমন কেউ রাজ্য থাকবে না।

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সবসময় স্বচ্ছতা রক্ষা করেছে। আমফান ঝড়ের ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ বিলিতে সর্বাধিক স্বচ্ছতা রাখতে সচেষ্ট রাজ্য। বাংলার জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার সবাইকে সতর্ক করে বলেছেন, ত্রাণ ও দুর্যোগের ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে কোনও দুর্নীতি তিনি বরদাস্ত করবেন না। দু-একটি ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাদের বাড়ি আমফান ঝড়ে ভেঙেছে তাদের কাছ থেকে আবেদন নেওয়ার পর তা এসডিও বা বিডিও দফতরে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন না ওঠে। যাতে এমন কেউ ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন না করতে পারে যার বাড়ি ভাঙেনি। সবটাই জনসাধারণের চোখের সামনে রেখে করা হচ্ছে। এটা এক নজিরবিহীন উদ্যোগ। দেশের কোনও সরকার কখনও সরকারি কাজে স্বচ্ছতা রাখতে এমন উদ্যোগ নেয়নি। কখনও এইভাবে সাধারণ মানুষের সামনে আবেদনকারীদের নামের তালিকা রেখে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে চূড়ান্ত করা হয়নি। গোটা দেশের সামনে এটা একটি নজির হয়ে রইল।

করোনা প্রতিরোধে নজির সৃষ্টি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণেন্দু বসু

করোনা ভাইরাসে গোটা বিশ্ব। ভারতেও আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও এর বাইরে নয়। করোনা মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে, ভারতেও তার প্রভাব লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলছে নজির সৃষ্টিকারী কার্যক্রম। করোনার ভয়ভীতি ত্যাগ করে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কাজ করছেন মমতা করোনা মোকাবিলায় তাঁর উদ্যোগে একেবারেই অন্যরকম। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে সতর্ক করা, মানুষের মনোবল বাড়ানো এবং জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থাগ্রহণের ক্ষেত্রে মমতা এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সতর্কীকরণ কর্মসূচি এবং করোনা মোকাবিলার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ প্রশংসিত হচ্ছে নানা মহল থেকে। সত্যিই তিনি বাংলার গর্ব। করোনা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সাধুবা জানিয়ে মমতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন নেটিজেনরা।

বিশ্বজুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২২ মার্চ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫০০। ৫ আগস্ট সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮৩,১৬,০৭২ । প্রতিদিন বাড়ছে সংখ্যা। এদিন (২২ মার্চ) অবধি মৃত্যু হয়েছে ১৩ হাজার ৬৭১ জনের। ৫ আগস্ট পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ৬,৯৪,৭১৫। ক্রমশই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আমেরিকা, ব্রাজিল, ভারত, রাশিয়া বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই গৃহবন্দি করে দিয়েছে নাগরিকদের। তাতেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। আমেরিকায় ক্রমশই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা এই সংখ্যা এখন ৪৭,৫০,৩১৮ জন। দঃ আফ্রিকা, মেক্সিকো, পেরু, চিলি, কলম্বিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। পরিস্থি সত্যিই ভয়াবহ। ইতালিতে সংক্রমণ যাতে আর না ছড়িয়ে যায় তাই প্রথম দিকেই গোটা দেশকে গৃহবন্দি করে দিয়েছে সরকার। রাস্তায় নামানো হয়েছে সেনা। এর প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে।

আমাদের দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২২ মার্চ পর্যন্ত ছিল ৩৫০ ছাড়িয়ে ৪০০-র দিকে, তখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছিল ৭ জনের। ২২ মার্চ, রবিবার একদিনেই মৃত্যু হয়েছিল ৩ জনের। এর তিনটি মৃত্যু হয়েছিল যথাক্রমে— বিহার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে। এর আগে দিল্লি, কর্নাটক, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে একজন করে মোট চারজনের মৃত্যু হয়েছিল। ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৮,৫৫,৭৪৫। দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৩৮,৯৩৮। বোঝা যাচ্ছে যে, ধীরে ধীরে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে যেন। আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি মহারাষ্ট্রে। পশ্চিমবঙ্গে ২২ মার্চ পর্যন্ত ৭ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। এখনও মৃত্যুর কোনও খবর ছিল না। আজ এ রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৮০,৯৮৪। মোট মৃত্যু ১,৭৮৫।

বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বাছাই করা শহরগুলিতে 'লকডাউন' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল দেশের এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার, মেল ও লোকাল ট্রেন পরিষেবা। তালিকায় ছিল মেট্রো রেলও। তবে প্রয়োজন অনুযায়ী মালগড়ি চলবে। ২২ মার্চ, রবিবার থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক মনে করছে গোটা দেশ স্তব্ধ থাকলে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে ভারত মুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে, দেশে বন্ধ হয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান অবতরণ। এখনও পর্যন্ত যতটা খবর পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে জানা যায় যে, আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস এসেছে বিদেশ থেকে। তারপর দীর্ঘ সময় জুড়ে লকডাউন চলেছে। আনলক করা হয়েছে ২-৩ পর্বে। আবার ফিরে এসেছে নানা রাজ্যে নানা মাত্রার লকডাউন।

পশ্চিবঙ্গে শুরু থেকেই সতর্ক অভিযান আরম্ভ করে দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখে গিয়েছে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম থেকেই বাড়তি সতর্কতা ও উদ্যোগ শুরু করা হয়েছিল। গোটা রাজ্য জরুরি ভিত্তিতে বিপর্যয় মোকাবিলায় নেমে পড়েছে। ধাপে ধাপে প্রস্তুতি গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। মানুষের মধ্যে যাতে আতঙ্ক না ছড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রতিমুহূর্তে চলছে সতর্কীকরণ কর্মসূচি। সরকার 'হু' নির্দেশিত পথে সংক্রমণ মোকাবিলায় মাস্ক, স্যানিটাইজার সংগ্রহের যথাযথ উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিদিন সরকারি গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে। রোগের লক্ষণ, রোগ ছড়াতে না দেওয়া এবং রোগ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অসাধু ব্যবসা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গুজব সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বারবার বলা হচ্ছে। জনমানসে আতঙ্ক দূর করার সক্রিয় প্রচেষ্টা নিয়েছে সরকার। প্রতি মুহূর্তে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২২ মার্চ এক জরুরি নির্দেশিকা জারি করেছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার। এই নির্দেশিকাকে বলা হয়েছিল, 'কমপ্লিট সেফটি রেস্ট্রিকশন'। সরকারি প্রতিরোধ আইনের ধাঁচে 'করোনা-২০২০' চালু করেছিল রাজ্য সরকার। এই নির্দেশিকা অনুযায়ী সোমবার,২৩ মার্চ, ২০২০ বিকাল ৫টা থেকে ২৭ মার্চ ২০২০ রাত ১২টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে—

- বাস, ট্যাক্সি, অটো-সহ সব ধরনের গণ পরিবহণ।
- দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা, গুদাম।

ছাড় থাকবে,

- থানা, আদালত, সংশোধনাগার, আধাসেনা।
- হাসপাতাল, ওষুধের দোকান।
- বিদ্যুৎ, জল, জঞ্জাল সাফাই পরিষেবা।
- টেলিকম, ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা।
- ব্যাঙ্ক ও এটিএম।
- রেশন দোকান, মুদি, আনাজ, ফল, মাছ, মাংস, পাউরুটি ও দুধের দোকান।
- অনলাইন মুদি ও খাদ্যসামগ্রী।
- পেট্রোল পাম্প, রান্নার গ্যাস।
- সংবাদমাধ্যম।
- অত্যাবশ্যক পণ্য।

নাগরিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল%

- জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোবেন না।
- সাতজন বা তার বেশি লোক এক জায়গায় জড়ো হবেন না।

এরপর কোভিড-১৯-এর আক্রমণ যত বেড়েছে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সাহায্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রেখেছে। সব মানুষের খাদ্যসুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। সংক্রমণ রোধ ও চিকিৎসা পরিকাঠামো বৃদ্ধির প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে সমস্ত লোকাল, দূরপাল্লার রেল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শপিংমল, পাব, রেস্তোরাঁ, স্কুল, কলেজ, অফিস সব বন্ধ। করোনা রুখতে সাধারণ মানুষকে যাতে বেশি করে বাড়িতে রাখা সম্ভব হয়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

ঠিক যা করার দরকার ছিল, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই করলেন। ভারত করোনা সংক্রমণের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করা মাত্র পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। কারণ এই সময়টাতেই করোনা ছড়াতে শুরু করে দ্রুত ও সমাজের সব স্তরে। সে কারণেই 'কমপ্লিট সেফ রেস্ট্রিকশন'-এর সরকারি ঘোষণা। এতে আতঙ্কের কিছু নেই। ভয় পাওয়ারও কোনও কারণ নেই। কারণ নির্দেশিকা মেনে প্রত্যেকে গৃহবন্দি থাকলে তাতে সকলেরই উপকার। সমাজেরও উপকার। কলকাতায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২২ মার্চ পর্যন্ত ছিল সাতজন। এঁদের প্রত্যেকেরই প্রাথমিকভাবে যোগ ছিল বিদেশ থেকে আসার অথবা বিদেশ থেকে আসা কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার। সংক্রমণ দ্রুত ছড়ালে, বেড়ে যাবে বিপদ। 'লকডাউন' করা হয়েছে সেই কারণেই। সেই সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তখন প্রয়োজন ছিল সকের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা। এই রোগ প্রতিরোধের এটাই দাওয়াই। কারণ কোভিড-১৯ ছড়ায় প্রধানত মানুষ থেকে মানুষে। দু'ভাবে ছড়ায়। যাঁরা পরস্পরের কাছাকাছি আছেন, তাঁরা আক্রান্ত হতে পারেন অথবা হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। তাই শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি। গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে কাছাকাছি এলে এক ব্যক্তির থেকে দু'-তিন জনে ছড়িয়ে পড়তে পারে এই রোগ। তাই সহজেই বোঝা যায়, এর ফলে কত কম সময়ে কত বড় জনসংখ্যা সংক্রামিত হতে পারে।

এই অবস্থায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে, তা ভূয়সী প্রশংসাযোগ্য। একজন জনমুখী প্রশাসক হিসাবে তিনি শুরু থেকেই যে সাহস ও উদ্যমের সঙ্গে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবে যে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা তাঁর ব্যতিক্রমী মানবিক ভূমিকাকে আবার সামনে নিয়ে এল। সংকীর্ণ রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি তাঁর অবশ্যকর্তব্য পালন করেছেন। তাঁকে অনেক অনেক অনেক ধন্যবাদ।

যত দিন গড়িয়েছে ভারত সরকারের প্রাথমিক অবহেলার কারণে করোনা ছড়িয়েছে দ্রুত হারে। একথা ঠিক, এই মারণ রোগ বা অতিমারীর কোনও নির্দিষ্ট ওষুধ ও টিকা এখনও বেরোয়নি। তবে রয়েছে আন্তর্জাতিক গাইড লাইন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে পরামর্শদাতা কমিটি এবং রাজ্যজুড়ে বিশেষ সমন্বয় সাধন কমিটি গড়ে স্বাস্থ্য আধিকারিক ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে নিয়মি পরিস্থিতির উপর নিজে নজর রেখেছেন ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল সম্পূর্ণ বিনাখরচে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এ রাজ্যে। এ পর্যন্ত সরকারি ও সরকার পরিচালিত বেসরকারি কোভিড হাসপাতালের সংখ্যা ৮০-র কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। করোনা পরীক্ষার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। বাড়ছে বেডের সংখ্যা। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মী-সহ বিপুল সংখ্যক মানুষের ১০ লক্ষ টাকার জীবন বিমা করার ব্যবস্থা হয়েছে রাজ্য সরকারি উদ্যোগে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে বিরোধী দলগুলির সাথে বৈঠক করেছেন, পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য। বারবার সকলের কাছে আবেদন করেছেন, রাজনীতিতে তার জায়গায় রেখে, সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে এই মারণ রোগের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য।

করোনা আক্রমণের মধ্যেই এই রাজ্যে ঘটে গিয়েছে ভয়ঙ্কর আমফান ঝড়ের তাণ্ডব। বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তাতে। এই ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রায় সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। তা সত্ত্বেও করোনা মোকাবিলায় তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে যারা বাঁকা চোখে দেখছেন, ঘরে বসে সমালোচনা করছেন, তাদের বিবেক-বুদ্ধির মান কোথায়, কতনিচে পৌঁছেছে— মানুষ কি তা বুঝতে পারছেন না? নিশ্চয়ই পারছেন।

করোনা বিরোধী লড়াইয়ে মমতা যে অসাধ্য সাধন করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে অসহ্য অসহযোগিতা সহ্য করে একটুও দমেননি, তা আমরা প্রতিদিন দেখছি। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় আচরণ কোনওমতেই মানা যায় না। তবুও মুখ্যমন্ত্রী সেই অবস্থাও সামাল দিয়েছেন। এরই মধ্যে গরিব মানুষের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। মাস্ক, স্যানিটাইজার ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাজ্য এখন স্বনির্ভর হয়েছে। রাজ্যের রেশন ব্যবস্থাকে খাদ্য সুরক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন। সারাজীবন ফ্রি রেশন, ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি পড়াশুনায় আশ্বস্ত করেছেন মানুষকে।

রাজ্যের অর্থনীতির উপর করোনার থাবা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারতো। সেদিক থেকেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে বাঁচাবার মহান উদ্যোগে কোনও ঘাটতি রাখছেন না।

লেখাটি খুব তাড়াহুড়ো করে লেখা। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পর পর লিখবো। তবে বারবার উচ্চকণ্ঠে বলবো, মমতা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তা তুলনাহীন। নজিরবিহীন। অভূতপূর্ব।

রাখিবন্ধন উৎসবে জননেত্রীর শুভেচ্ছা

বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন- - এক হউক, এক হউক হে ভগবান

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামাজিক বিধি মেনেই রাখি ও মাস্ক বন্ধন রাজ্যজুড়ে

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : রাখিবন্ধনের সঙ্গে মুখ বন্ধনেই এবার রাজ্যজুড়ে সম্প্রীতি ও সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। সেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার্থে রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের শুরু করেন কবিগুরু। সেই কথা মাথায় রেখেই প্রতিবছর রাখির দিনটিকে 'সংস্কৃতি দিবস' হিসাবে পালন করে আসছেন জননেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে প্রতিবছর একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে এই দিবসটিতে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এবছর পরিস্থিতি প্রতিকূল। মারণ ভাইরাসের দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। এখন করোনাকে প্রতিহত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য রাখির দিনের মতো একটি দিনকে কি হাত ছাড়া করা যায়? সে কারণেই এবার রাখির বদলে মুখ বন্ধন কথা মাস্ক পরিয়ে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য অসচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল মা-মাটি-মানুষের সরকার। রাজ্যজুড়ে এবার তাই রাখির বদলে মুখ বন্ধন তথা মাস্ক পরিয়ে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৌহার্দ্য ও সচেতনতার বার্তা প্রচার করা হয়। রাজ্য যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এর উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সামিল হয়েছিলেন রাজ্য শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এর মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও পুর প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম ও রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মানুষের মধ্যে মাস্ক বিলি করা হয়। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে দেয়া হয় সম্প্রীতি সৌহার্দ্য ও সচেতনতার বার্তা। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের ৩৪১টি ব্লক, ১১৭টি মিউনিসিপালিটি ও ৬টি কর্পোরেশন ও কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কমবেশি সর্বত্র এই কর্মসূচিতে অংশ নেন দলীয় নেতাকর্মীরা। অন্যান্যবার এ রাজ্যে রাখি উৎসবের দিনে হিন্দু-মুসলিম একে অপরকে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বন্ধন কে আরো অটুট করার শপথ নেওয়ার ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। এই দিনটিকে ঘিরে এবার করণা আবহে ছিল নতুন শপথ নেওয়ার পালা।

প্রসঙ্গত, জননেত্রী প্রতি জনসভায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দেন, তিনি জনগণকে বাংলার চিরাচতির সম্প্রীতির বাতাবরণ অক্ষুণ্ণ রাখতে ও বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানান। বাংলা হল সম্প্রীতির জায়গা এখানে কখনোই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য নষ্ট করার মত পরিবেশ কোনভাবেই তৈরি হতে তিনি দেবেন না । এটাই তাঁর পণ। এবার তাই আগে থেকেই জননেত্রী ঘোষণা করেছিলেন 'এবার রাখি বন্ধন উৎসব এর বদলে হবে মুখ বন্ধন'। জননেত্রীর ঘোষণা মত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ মাস্ক বিতরণ করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে করোনা যুদ্ধে শামিল প্রথম সারির যোদ্ধার চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ সাফাই কর্মী ১ কোটির বেশি স্কুলপড়ুয়া ১০০ দ্বীনের কাজে যুক্ত লোকজন আশা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে এই মাস্ক বিলি করা হয়। তিন লেয়ারের ওই মাস্কের উপর লেখা ছিল জননেত্রী নিজের হাতের তৈরি স্লোগান 'বাংলা আমার মা'। এই মারুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে লড়াইয়ে শপথ গ্রহণে এবার যোগসূত্রের কাজ করেছে এই মুখবন্ধন।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দেশের মধ্যে প্রথম কোভিড ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা বাংলায়

প্রবীণদের পাশে দাঁড়াতে অভাবনীয় ব্যবস্থা মমতার

মেঘাংশী দাস

করোনা আক্রান্ত হয়ে কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে প্রতিমুহূর্তে তাঁর শারিরীক অবস্থার খবরাখবর দিতে দেশের মধ্যে প্রথম 'কোভিড ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা' চালু করল জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। শুধুমাত্র অন্য কোনও রাজ্য নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেও এমন পরিষেবা নেই। শুধু দেশ নয়, বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওই পোর্টালে রোগীর নাম ও ঠিকানা দিয়ে সার্চ দিলেই চিকিৎসার 'আপ টু ডেট' খবর পেয়ে যাবেন পরিজনরা। দৈনিক কোভিড টেস্ট সংখ্যা যেমন ইতিমধ্যে ২৫ হাজারে পৌঁছে গেছে তেমনই রাজ্যের ৮৩টি সরকারি কোভিড হাসপাতালের বেড সংখ্যা ১১ হাজার ৫৬০ হয়েছে। দেশের মধ্যে করোনা পরীক্ষায় রোগীদের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা 'সেফ হোম' চালু করে নজির গড়েছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। কোভিড ও সেফ হোম মিলিয়ে আপাতত কোভিড রোগীদের জন্য বেড সংখ্যা হয়েছে ২৩ হাজার ৫০০ হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশ বেড পূর্ণ হয়েছে, ৬০ শতাংশের বেশি শয্যা ফাঁকা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলকাতা পুরসভা ও স্বাস্থ্যভবন মিলিয়ে শুধুমাত্র মহানগর এলাকার জন্য ১৫০টি অ্যাম্বুল্যান্স চালু করা হয়েছে। আর শহরে ও শহরতলিতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের চিকিৎসা এবং ভর্তির জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটি বিশেষ হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে রাজ্য সরকার। কলকাতা পুলিশ ও পুরসভাকে শহরের সমস্ত আবাসন ও ফ্ল্যাট বাড়িতে একাকী নিঃসঙ্গ প্রবীণদের খবরাখবর নিতে নির্দেশ দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও হাউসস্টাফ সংখ্যা আরও বৃদ্ধির জন্য নিয়োগেরও সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন বঞ্চনা শুধু নয়, জিএসটি বাবদ পাওনা টাকাও দিচ্ছে না দিল্লি। গেরুয়া পার্টির চক্রান্তে কেন্দ্রের সমস্ত বঞ্চনা ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করেই জননেত্রী বাংলায় করোনা আক্রান্তদের জন্য দেশের সেরা চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন বলে স্বীকার করেছেন বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকরাও। কারণ, বাংলায় ইতিমধ্যে করোনা থেকে সুস্থতার হার ৬৪ শতাংশ পেরিয়েছে বলে চিকিৎসকরা দাবি করছেন। শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে গত ২১ জুলাই জননেত্রী ঘোষণা করেছিলেন, ১৫ আগস্টের মধ্যে দৈনিক করোনা পরীক্ষার সংখ্যা ২৫ হাজার হবে। যেদিন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন সেদিন পর্যন্ত দৈনিক ১১ হাজার করোনা রোগীর লালারস পরীক্ষা হচ্ছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিতেই স্বাস্থ্যভবন মেনে ৬ আগস্টই ২৫ হাজার অতিক্রম করে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারই ১০ লক্ষ ২৫ হাজার অতিক্রম করেছে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। রাজ্যবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে একাধিক সভায় আশ্বস্ত করে বলেছেন, "কোভিড যুদ্ধে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, রাজ্য সরকার আপনাদের পাশেই আছে। লালারস টেস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই করোনার সংক্রমণ বেশি ধরা পড়ছে।" করোনা মোকাবিলা ও চিকিৎসায় মা-মাটি-মানুষ সরকারের সামগ্রিক ব্যবস্থার কথা জানিয়ে তৃণমূলনেত্রী জানিয়েছেন ,"রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীর ৮৭ শতাংশই হল উপসর্গহীন বা মৃদু উপসর্গের। বাকির মধ্যে ৮ শতাংশ মডারেটর এবং ৫ শতাংশ 'সিরিয়াস'। এই পাঁচ শতাংশকেও সাধ্যমতো আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে দ্রুত সুস্থ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।"

কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় প্রবীণদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে নানা অমানবিক ছবি বারবার সামনে আসছে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে বহুতল আবাসনগুলিতে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজের এলাকায় এমন এক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। স্থানীয় এক প্রবীণ নাগরিকের কোভিড পজিটিভ। গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু আবাসনের কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। বৃদ্ধের দুই মেয়ে অধ্যাপক। উপায়ন্তর না দেখে বড় মেয়ে সোজা কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আসেন সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। ঘটনার কথা জানতে পেরেই কালীঘাট থানার পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই প্রবীণ করোনা রোগীকে সাহায্য করার জন্য। কালীঘাট থানার ওসি নিজে দায়িত্ব নিয়ে ওই বৃদ্ধকে ভরতি করেন হাসপাতালে। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে শহরের প্রবীণ করোনা রোগীদের অসহায়তা নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ভাগ্যিস মেয়েটি আমার কাছে এসেছিল। এরকম অনেকেই সাহায্য পাচ্ছেন না। বিশেষ করে ফ্ল্যাটবাড়ি, আবাসনে প্রবীণ নাগরিকদের কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন না। খুবই চিন্তার বিষয়।" নবান্নে এরপরই তিনি বলেছেন, প্রতিবেশীদের এগিয়ে আসতে হবে। আবাসনগুলিতে কমিটি গড়ার দিকে নজর দিক পুলিশ। এমন কমিটি যা প্রবীণ করোনা রোগীদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রয়োজনে পুলিশ সহায়তা করবে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে নির্দেশ দেন, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটা বিশেষ কোভিড হেল্পলাইন চালু করার জন্য। তিনি এও আশঙ্কা করেছেন, অনেক সময় প্রবীণ রোগীরা এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ছেন যে ফোন করেও সাহায্য চাইতে পারছেন না। তাই আবাসনগুলিতে এই কমিটি খোঁজখবর রাখবে প্রবীণ নাগরিকদের।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী।

বিতৃষ্ণায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ফিরলেন বিপ্লব

তৃণমূল ভবনে মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিচ্ছেন বিপ্লব মিত্র ও ভাই প্রশান্ত।

শঙ্খ রায়

বাংলার বিরুদ্ধে স্রেফ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের জাল বোনা। বাঙালিদের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ। বাংলায় অশান্তির আগুন জ্বালানোর চক্র। এই হিংসার পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া কষ্টেরই। সেই বিতৃষ্ণা থেকেই বিজেপি ছেড়ে এবার মা—মাটি—মানুষের দল তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরার পালা শুরু।শান্তির, ভালবাসার দলে ফেরা শুরু করেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরে শাসকদলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিপ্লব মিত্র। তিনি নিজে বলেছেন, "নতুন কোনও দলে যোগদান করছি না। কিছুদিনের বিচ্যুতি হয়েছিল নিজের পুরনো দলে ফিরছি।" কেন্দ্রীয় সরকারি দলের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, "ওখানে সবটাই নিয়ন্ত্রিত হয় দিল্লি আর গুজরাট থেকে। ওদের নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই।"তিনি একা নন। ফিরলেন তাঁর ভাই প্রশান্ত মিত্রও। গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। দুজনের হাতেই দলীয় পতাকা তুলে দেন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বলেন, "নেত্রী আহ্বান করেছিলেন। তাতে সাড়া দিয়ে বিপ্লব ও প্রশান্ত দুজনেই তাদের পুরনো দলে ফিরে এল। তাঁদের হাত ধরে নতুন করে আরও বলিষ্ঠ হবে ওই এলাকার সংগঠন। মা—মাটি—মানুষের দলের প্রতি মানুষের আস্থা ভরসা আরও বাড়বে।"বিপ্লব বা প্রশান্ত শুধু নয়, মা—মাটি—মানুষের এই দলে ফিরে আসার মধ্যে একের পর এক জেলার গোটা পঞ্চায়েতটাই নতুন করে তৃণমূলে চলে আসতে শুরু করেছে। নদিয়া, বালুরঘাট—সহ আরও কিছু এলাকা থেকে পঞ্চায়েত ও ব্লকের নেতা—কর্মীরাও তৃণমূলে আসছেন। এর মধ্যে তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতে সহ-সভাপতি করে নেওয়া হয়েছে ব্রাত্য বসু ও মইনুল হাসানকে।

দিল্লি আর গুজরাত থেকে দল চলে, আদর্শ বলে কিছু নেই বিজেপির

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২৩। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**
Year 16, Volume 23. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**